সংবাদ

তারিখ ...15 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৪...

দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে তদবিরে ব্যস্ত মোরেলগঞ্জের শিক্ষা কর্তা

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাসুম বিল্লাহ্‌র দুর্নীতি-অনিয়ম ফাঁস হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিছুটা নড়ে চড়ে বসছেন। গোটা অফিস দুর্নীতির আখড়ায় পরিনত হওয়ায় ডিপার্টমেন্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবার উপক্রম। মোরেলগঞ্জে এই মাসুম বিল্লাহ্ বিগত দিনের সকল অনিয়মের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন। তার নজর শুধু ফাইল ও শিক্ষকদের পকেটের দিকে। পাঠে শিক্ষকদের মনযোগী ও শিক্ষার্থীদের গুনগত মান উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ এই কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি বরং ফন্দিফিকির করে শিক্ষকদের বেকায়দায় ফেলে বদলী, শোকজ ও চাপ সৃষ্টি করে বহু টাকা কেড়ে নিয়েছেন। ফলে ২০১৪ সালের সমাপনি পরীক্ষার ফলাফল বিগত বছরের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে এবং '১৫ সালে ফল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ভেঙে পড়েছে শিক্ষার গুণগতমান। স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. মোজাম্মেল হোসেনও এখন বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন নীতিবাজ এই কর্মকর্তাকে নিয়ে। পরিস্থিতি আচ করতে পেরে তদবিরে ব্যস্ত আছেন মাসুম বিল্লাহ। যে কোন মূল্যে মোরেলগঞ্জে টিকে থাকতে চান তিনি। তাই অফিস বাদ দিয়ে ছুটছেন বিভিন্ন নেতা, দপ্তর ও কর্মকর্তাদের পিছনে।

কথা উঠেছে, কালো টাকার কাছে হার মেনেছে শিক্ষা অফিসারের সব নিয়মনৈতিকতা। এই মুহূর্তে তিনি কয়েক লাখ টাকার দেনা আছেন বলে জানা গেছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে দফতরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগের বিষয়ে মামলা হওয়ায় প্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন। অনেকে টাকা ফেরত চাইছেন। কিন্তু ওই প্রার্থীদেরকে চাকরি দিয়েই দায় শোধ করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তার। তবে এমনটি আদৌ সম্ভব হবে কি-না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ভুক্তভোগীদের মনে। স্থানীয় সংসদ সদস্য দুর্নীতিবাজ ওই শিক্ষা কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলির সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু পরে ফিরতি তদবীরে সেই সুপারিশ স্থগিত থাকে। এই সুযোগে নিয়মনীতি ভুলে দুর্নীতির আশ্রয়ে দুহাতে টাকা কামিয়েছেন মাসুম বিল্লাহ্। এ খবর বহু গণমাধ্যমে প্রাকশিত হয়েছে। লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে। বর্তমানে মাসুম বিল্লাহ্ নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রেখেছেন। অফিসেও অনিয়মিত। সপ্তাহে দু'একদিনমাত্র আসেন। মাসুম বিল্লাহ্'র দালালচক্রটিও বেশ তৎপর রয়েছে। চক্রটি তার পক্ষ হয়ে প্রচার, অপপ্রচার, তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে কতিপয় গণমাধ্যমকর্মী মাসুম বিল্লাহ্‌র ছাপাই গাইয়ে দুটি অখ্যাত অনলাইন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছেন। লজ্জার বিষয় এই যে, 'টাইমটাসনিউজ' নামের অনলাইনটি পরে আবার সেই সংবাদটি প্রত্যাহারও করেছে। মাসুম বিল্লাহ্‌র নিকট থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়া হাতে গোনা কতিপয় ব্যক্তি ব্যাতিত সর্বস্তরের মানুষ এখন ক্ষুব্ধ তার কর্মকাণ্ডে। মাসুম বিল্লার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগের দ্রুত, বিচার ও তাকে অচীরেই অন্যত্র বদলীর দাবি জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা। অন্যথায়, প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা করা হবে এবং কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. লিয়াকত আলী খান ও ডেপুটি কমান্ডার মো. আকরামুজ্জামান।